মুজিবনগরে ছিনতাইয়ের কবলে কৃষক দল নেতা ও তার ছেলে

মুজিবনগর উপজেলার কৃষক দলের নেতা ও সাবেক ইউপি সদস্য জাকির হোসেন এবং তার ছেলে সাব্বির হোসেন বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে আনন্দবাস থেকে মোটরসাইকেলযোগে কেদারগঞ্জ বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

পথিমধ্যে বাগোয়ান সারঘর নামক স্থানে পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা তাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রের মুখে তাদের কাছে থাকা টাকা ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাটি এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

মুজিবনগরে গুড নেইবারসের বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপির উদ্যোগে বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর অফিস প্রাঙ্গণে এ বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গাইনাকোলজিস্ট ডা. সিনথিয়া আফরিন সিমি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এম. এম. জাহিদুল ইসলাম, এনজিও প্রতিনিধি জন অমৃত মণ্ডল, সিডিপির ম্যানেজার (এডমিন) ভিক্টর টিজ্যা এবং মেডিকেল অফিসার আসিফ হাসান ভূঁইয়া সহ গুড নেইবারস মেহেরপুরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গুড নেইবারস মেহেরপুর সিডিপির হেলথ অফিসার আহসানুল হক।

ক্যাম্পেইনের মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা, স্বল্পমূল্যে গাইনি ও মেডিসিন রোগী দেখা, কমিউনিটির জন্য ৩০% ছাড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি প্যাকেজ সরবরাহ এবং ৪০% ছাড়ে নির্দিষ্ট ওষুধ সরবরাহ।

গুড নেইবারস বাংলাদেশ জানায়, এ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কমিউনিটির মধ্যে সুলভ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টি জ্ঞান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

মুজিবনগরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের দাফন সম্পূর্ণ

মুজিবনগরে হাজারো মানুষের ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ৪ বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের দাফন সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার দুপুরে আলহাজ্ব জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের মৃতদেহ আনন্দবাস বিশ্বাসপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে বিশ্বাসপাড়া ফুটবল খেলার মাঠে মৃতদেহের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে জানাজার নামাজের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মিরা দাড়িয়ে শোক শ্রদ্ধা জানান।

এ সময় তার বিগত সময়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড, তার ভালো কাজের কৃতঙ্গতা প্রকাশ করে বিভিন্ন কথা উপস্থিত জনগনের সামনে তুলে ধরেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি

আমিরুল ইসলাম।

এ সময় তিনার রাজনৈতিক জীবনের সকল ভূলত্রুটির জন্য সকলের কাছে ক্ষমা পার্থনা করেন।

উক্ত জানাজায় অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন সহ জেলা বিএনপি ও উপজেলা বিএনপি এর নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, এছাড়াও জেলা উপজেলার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ হাজার হাজার জনগণ উক্ত জানা যায় অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে খেলার মাঠেই রাষ্ট্রীয়ভাবে তার লাশের গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং সালাম প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার রাত এগারোটার দিকে ঢাকা স্কয়ার হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রমজান সামনে রেখে মেহেরপুরে জমে উঠেছে খেজুরের বাজার

পবিত্র মাহে রমজান শুরু হতে আর একদিন বাকি। রোজাকে ঘিরে মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরের বিভিন্ন ফলের দোকানে বেড়েছে খেজুরের চাহিদা। ইফতারের প্রধান অনুষঙ্গ হওয়ায় বাজারে এখন সবচেয়ে বেশি ভিড় খেজুরের দোকানগুলোতেই।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রকার ও মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে নানা জাতের খেজুর। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী বিভিন্ন মান ও প্রকারভেদে লুলু/বরই ৫০০ টাকা, মেডজুল ১,০০০ থেকে ১,৪০০-২,২০০ টাকা, মরিয়ম ১,২০০, আজওয়া ১,২০০, মাবরুম ১,২০০, মাশরুখ ৫০০,

মাশরুম ১০০, দাবাশ ৫০০, খালাস ৩৫০, জিহাদি ৩০০, বারারি ৪৫০, ফরিদা ৫০০, আদম ১,২০০ ও রেজিজ ৩৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজারের এক খেজুর বিক্রেতা আলী জানান, রমজান এলেই খেজুরের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আমরা চেষ্টা করছি ভালো মানের খেজুর সংগ্রহ করে ক্রেতাদের হাতে তুলে দিতে। কিছু আমদানিকৃত খেজুরের দাম বেশি হলেও স্থানীয় ও সাধারণ মানের খেজুর সাশ্রয়ী দামে রয়েছে।

অন্য এক দোকানি বলেন, মেডজুল ও আজওয়া খেজুরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। অনেকে আগেভাগেই কিনে রাখছেন যাতে রমজানে সংকট না হয়।

খেজুর কিনতে আসা বামন পাড়ার ফখরুল ক্রেতা জানান, রমজানে প্রতিদিন ইফতারে খেজুর লাগে। দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে আমরা ভালো মানের খেজুরই কেনার চেষ্টা করি।

রমজানকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই মেহেরপুরের বাজারে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ইফতারের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা।

মুজিবনগরে গুড নেইবারসের উদ্যোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান

মুজিবনগরে গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির অংশীদার স্কুল এবং স্থানীয় বাজারে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির উদ্যোগে এই পরিষ্কার পরিছন্ন অভিযান করা হয়, উক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযানে প্রতিবেশি যুব সংঘের সদস্যরা বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন, ৪০ জন যুবদের নিয়ে এই পরিষ্কার পরিছন্নটা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আমরা মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্র ও ভবরপাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন পরিষ্কার করে । যার মূল উদ্দেশ্য ছিলো পরিবেশ রক্ষা

করা, কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো উক্ত অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি), বিশেষ অতিথি ছিলেন গুড নেইবারস এর প্রজেক্ট ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার, এবং যুব সংঘের সভাপতি এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ।

নতুন দুই এমপি তাজউদ্দীন ও নাজমুল হুদা

মেহেরপুরের দুটি আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা ভুমিধ্বস বিজয়ী হয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর মেহেরপুরের দুটি আসনের প্রথমবারের মতো জামায়াত ইসলামী থেেকেএমপি নির্বাচিত হলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দীন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১২২৮২৯ ভোট পেয়ে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১০৪২২৪ ভোট।

অপরদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ৯৪১৬৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮৫৬৮৯ ভোট। জাতীয় পার্টি প্রার্থী আব্দুল বাকী লাঙ্গল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৭৯১। এ আসনের ভোট পোল হয়েছে ১৮৭০৩০টি। বাতিল হয়েছে ৫১২৬টি। এ আসেন ভোট পোল হয়েছে শতকরা ৬৯.২৬ শতাংশ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নির্বাচন কন্ট্রোল রুম থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কেন্দ্র থেকে আসা ফলাফল ঘোষণা করেন স্ব স্ব উপজেলার সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৮০ হাজার ৬০৮ জন। জেলায় মোট ২১৩টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর) সংসদীয় আসনে ১২৩টি আসনে ভোটার ছিলেন৩ লাখ ১৩ হাজার ২১৬ জন । মেহেরপুর-১ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

অপরদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনে ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন এবং ভোটকেন্দ্র ছিলো ৯০টি। এ আসেন তিন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

মেহেরপুরে ভোট গ্রহণ শুরু

মেহেরপুর জেলার দুটি সংসদীয় আসনের ২১৩ টি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। নির্বাচনে পুলিশ, আনছার, র্যাব, বিজিবির পাশাপাশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃংখলা রক্ষায় মাঠে রয়েছেন।

সদর ও মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ আসনে ১২৩ টি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন। প্রার্থী রয়েছেন ৪ জন। এরা হলেন- বিএনপি’র মাসুদ অরুন, জামায়াত জোটের তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি-সিপিবি প্রার্থী মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে তিন জন প্রার্থী রয়েছেন। এর হলেন-বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত জোট প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকি।

এ আসনটিতে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৭০৫ জন। মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৯০টি।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা চান মেহেরপুরের ভোটাররা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ৪ দিন। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটারদের মাঝে উৎসব-উদ্দীপনা বাড়ছে; একই সঙ্গে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বিরাজ করছে। অপরদিকে, শেষ সময়ের প্রচার-প্রচারণায় ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থী ও তাঁদের অনুসারীরা।

প্রার্থীদের কাছে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যাশা—তাঁরা যেন কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন। ভোটারদের প্রত্যাশা পূরণে প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন, ‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

মুজিবনগরে স্যানিটারী দোকান থেকে লতা পাইপ চুরি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে একটি স্যানিটারী দোকান থেকে প্রায় ৬০০ ফিট লতা পাইপ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে জুম্মার নামাজ চলাকালীন সময়ে বাজারে লোকজন কম থাকায় এ চুরির ঘটনা ঘটে।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর আনুমানিক ১টা ৩০ মিনিটের দিকে চার রাস্তার মোড় থেকে একটি ভ্যান নিয়ে এক ব্যক্তি কেদারগঞ্জ বাজারে আসে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করার পর সে ঝর্ণা স্যানিটারীর সামনে রাখা লতা পাইপের একটি বান্ডিল ভ্যানে তুলে নেয়। পরে কেদারগঞ্জ বাজার থেকে আট কবর এলাকার দিকে চলে যায়।

এ বিষয়ে ঝর্ণা স্যানিটারীর স্বত্বাধিকারী রিপন আলী জানান, নামাজের সময় দোকানের সামনে লোকজন না থাকায় চোর সহজেই পাইপগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি দোকানে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হন।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে পাঁচ দিনের ব্যবধানে এবার লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কদমতলা রোড এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ৩১শে জানুয়ারি

সকালে এবং বিকেলে দারিয়াপুরের দুটি জায়গা থেকে লাল টেপ মোড়ানো ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের আকামত আলীর ছেলে আল আমিন এর বাড়ির পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে লাল কসটেপ দ্বারা পেচােনো একটি বোমা সাদৃশ বস্তু যার তিনমূখী তার সংযুক্ত এবং তিনটি অংশ কালো কসটেপ দিয়ে পেচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামে কদম তলা রোডে আকামত আলীর ছেলে আল আমীন এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে বোমা সাদৃশ বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি আসলেই কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওসি বলেন, ‘কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’